১০-০৮-১৭ প্রাতঃমুরলী ওঁম্ শান্তি "বাপদাদা" মধুবন

"মিষ্টি বাচ্চারা - যতদিন জীবন থাকবে, ততদিন পবিত্রতার ব্রতকে পাকাপাকি ভাবে রক্ষা করতে হবে। যেহেতু এটাই তোমাদের অন্তিম জন্ম, তাই পবিত্র হয়ে পবিত্র দুনিয়াতে যেতে হবে"

প্রশ্ন ১):- কোন বাচ্চারা বাবার ভালবাসার অধিকার অর্জন করতে পারে ?

উত্তর :- বাবা তাদেরকেই বেশী ভালবাসেন- যেসব বাচ্চারা খুব মনোযোগ সহকারে জ্ঞানের এই পাঠ পড়ে এবং অন্যদেরকেও সেভাবে পড়িয়ে তার নিদর্শন রাখে। যারা এই জ্ঞানের পাঠে এমন মগ্ন হতে পারে, কেবল তারাই বাবার গলার মালায় পুঁতি হতে পারবে।

প্রশ্ন ২) :- ভবিষ্যতে দেবী-দেবতা পদ প্রাপ্তির লক্ষ্যে, নিজেই কিভাবে নিজেকে যাচাই করবে ?

উত্তর :- নিজেই নিজেকে যাচাই করো, দৈবী-গুণ ধারণের ক্ষেত্রে কি কি বিঘ্ন আসছে। যুক্তির দ্বারা সেসব বিঘ্নগুলিকে ঝেড়ে ফেলতে হবে। বিচার করে দেখতে হবে, আমি স্বয়ং কতটা পবিত্র হতে পেরেছি। কোনও প্রকারের কাঁটা বা বাধা আর আসছে না তো।

গীত :- তোমার ঐ আকাশ সিংহাসন ছেড়ে এবার ধরায় নেমে এসো.....

ওঁম্ শান্তি! ভক্ত ভগবানকে অর্থাৎ বাবাকে ডাকছে - কিন্তু কেন ? যেহেতু তারা খুবই দুঃখী। বাচ্চারা, তোমরা তো জানো, দুঃখের পর সুখ অবশ্যই আসে। পূর্বেও কখনও সুখ ছিল, যা এখন আর নেই । তাই তো ওঁনাকে আবার ডাকা হচ্ছে, যেন উঁনি এসে সহজ রাজযোগের শিক্ষা দেন। আর তা শেখানোর জন্য এই শিক্ষক-রূপী বাবাকে অবশ্যই দরকার। বাবা তা ব্যাখ্যা করে বোঝাচ্ছেন, উনি নিজে কোনও দেহ ধারণ করেন না- যেমন আমরা আত্মারা মাতৃ-গর্ভের মাধ্যমে শরীর পেয়ে থাকি। ওনার কোনও অভিজ্ঞ বৃদ্ধের শরীর দরকার, যার মাধ্যমে পতিতদের পবিত্র-পাবন বানানো যেতে পারে। ওনার আসার কারণটাই কেবল পতিতদের পবিত্র-পাবনে রূপান্তরিত করা। রাবণ-রূপী মায়াই তো তোমাদের এমন পতিত বানিয়েছে। সুতরাং এখন রাবণের এই ৫-বিকারকে দান দিলেই তোমাদের গ্রহের-গ্রহণ-দোষ কেটে যাবে। যার প্রথম ও প্রধান বিকার হলো-দেহ-অভিমান। অতএব এখন থেকে নিজেকে দেহী-অভিমানী হিসাবে ভাবতে শুরু করো। অর্থাৎ আমি (পরমাত্মা) দেহধারী আত্মাদের সাথে কথা বলছি। আত্মাদেরকেই এই জ্ঞানের পাঠ পড়াচ্ছি। যা ৫-হাজার বছর পূর্বেও, এই জ্ঞান শুনিয়েছিলাম আর রাজযোগও শিখিয়েছিলাম। এভাবেই কল্প-কল্প ধরে প্রতি কল্পেই আমি তা শিখিয়ে থাকি। আমার আসার কারণ ও কর্ম-কর্তব্যই এটা যে, পতিতদের পবিত্র-পাবন বানানো। অর্থাৎ বাবার পার্ট কেবল এটাই যে, এখানে এসে বাচ্চাদেরকে পবিত্র-পাবন বানানো। এখন তোমরা জানতে পেরেছো, তোমরাই একদা পবিত্র-পাবন দেবতা ছিলে, যা আবারও সেরকমই হতে হবে। অতএব দৈবী-গুণ ধারণ করতে হবে অবশ্যই। তোমরাই ভবিষ্যতে সূর্যবংশীয়-চন্দ্রবংশীয় রাজকুমার-রাজকুমারী হতে চলেছো। এই জ্ঞানের পাঠ ভবিষ্য রাজকুমার-রাজকুমারী হওয়ার জন্য। কিন্তু দৈবী-গুণ ধারণ করতে পারলে তবেই ভবিষ্যতের রাজকুমার-রাজকুমারী হতে পারবে। নিজেই নিজেকে চেক্ করে দেখবে, তুমি কতটা দৈবীগুণ ধারণ করতে পেরেছো ? আর এই পথে চলতে গিয়ে কি কি বিঘ্ন আসছে তোমার ? বিঘ্নগুলিকে মিটিয়ে ফেলার যুক্তি ভাবতে হবে। কর্মাতীত অবস্থার

লক্ষ্যে লাগাতর বাবাকে স্মরণ করে যেতে হবে। যখনই বিঘ্নরূপী কাঁটাগুলি আসবে সেগুলিকে হাটিয়ে দিতে দিতে এগিয়ে যেতে হবে। দেহ-অভিমানকে ভুলে থেকে দেহী-অভিমানী হয়ে বাবাকে স্মরণ করতে থাকবে। স্মরণের যোগ যত বেশী গভীর হবে, তোমার সাধনার পথও ততই পরিস্কার হতে থাকবে। ঘর-সংসারে গৃহস্থালী ব্যবহারে থাকাকালীনও পদ্ম-ফুলের মতন (পবিত্র) থাকতে হবে। কখনই বিকারগ্রস্থ হবে না মোটেই। যেহেতু বিকারের ব্যাপারটাই মূল সমস্যা। বিকারে যাওয়াটাই বন্ধ করতে হবে আগে। যতই বিঘ্ন আসুক না কেন, তবুও পবিত্র থাকতে হবে অবশ্যই। যদিও বিঘ্ন বেশী আসে মহিলাদের উপরেই। তারা পবিত্রই থাকতে চায়। যেহেতু তারা কৃষ্ণপুরীতে যেতে আগ্রহী। তাই কৃষ্ণ-জয়ন্তীতে তারা খুব প্রেম সহযোগে কৃষ্ণকে দোলনায় দুলিয়ে থাকে, উপোস থেকে ভক্তি সহকারে পুজা করে, এবং ব্রত ইত্যাদিও পালন করে। কিন্তু এই ব্রত তো কেবল মাত্র ৭-দিনের। তাই বাবা বলছেন, তোমরা এখন এমন ব্রত রাখো যে, কখনই তোমরা বিকারে যাবে না। যতদিন বাঁচবে, ততদিন পবিত্রতার ব্রতই পালন করবে।

তোমরা তো জেনেই গেছ, এই পুরানো দুনিয়ায় এটাই তোমাদের অন্তিম জন্ম। যা কেবলমাত্র তোমাদেরই অন্তিম জন্ম নয়, সমগ্র দুনিয়ারই অন্তিম জন্ম। তোমাদের বুদ্ধিতে এও আছে যে, পবিত্র দুনিয়ায় যাবার লক্ষ্যে এখন পবিত্র অবশ্যই হতে হবে। তবেই কিন্তু তোমাদের পরবর্তী জন্ম পবিত্র দুনিয়াতেই হবে। জগতের হঠযোগী কিম্বা সন্ন্যাসীরা পবিত্র হতে পারে না। যেহেতু তারা এই বিচার ধারা মানে না যে, এটাই তাদের অন্তিম জন্ম। এর জন্য কঠিন পুরুষার্থেরও প্রয়োজন। উভয়ে একসাথে থেকেও কখনও বিকারগ্রস্থ হওয়া চলবে না। উভয়কেই এই ব্রত নিতে হয়। অবলারা কত অত্যাচারও সহ্য করে। তাই তো তারা এমন করুণ ভাবে বাবাকে ডাকতে থাকে। পুরুষেরা কখনও তেমন করুণ ভাবে ডেকে বলে না যে, হে প্রভু আমার লাজ-লজ্জা রক্ষা করো। কেবল মাতা-রাই বলতে থাকে, হে প্রভু আমাকে নগ্ন হওয়ার হাত থেকে বাঁচাও। যা কেবল মাতারাই বলে। মাতারা এই বাবাকেই ডাকতে থাকে, তাদেরকে নগ্ন হবার হাত থেকে বাঁচাবার জন্য। এটাও সেই গীতা-ভাগবতেরই কথা, যেখানে ভুল করে কৃষ্ণের নাম লেখা হয়েছে। কৃষ্ণ তো আর পতিত-পাবন নন। পতিত-পাবন তো কেবল একজনই - এই বাবা। তাই তোমরা এমনও ভাবো, পবিত্র হবার জন্য পবিত্র থাকার নিমিত্তে প্রয়োজনে মারধোরও খেতে হবে। কল্প পূর্বেও ঠিক এমনটাই হয়েছিল। যা আবার পুনরাবৃত্তি হচ্ছে মাত্র। দ্রোপদী কিন্তু কোনও একজন নয়, অনেক সংখ্যায়, তোমরা সবাই দ্রোপদী। বহু পতিতদের পবিত্র-পাবন বানাতে হবে তোমাদের। তোমরা মাতারাই তার নিমিত্ত হয়েছ-নিজেরা পবিত্র হয়ে অপরকেও পবিত্র বানাবার জন্য। তাই এই জ্ঞানের পাঠে তোমাদেরক আরও বেশী করে মনোযোগ দিতে হবে। অন্যদেরকেও নিজের মতন করে গড়ে তুলতে হবে। জগতের সন্ন্যাসীদের তো নিবৃত্তি-মার্গ। কিন্তু তোমরা প্রবৃত্তি-মার্গের। অর্থাৎ ঘর-সংসার গৃহস্থ ব্যাবহারে থেকেও পবিত্র থাকতে হবে। নিজেদের যেমন পড়তে হবে, অন্যদেরকেও তেমনি জানাতে-পড়াতে হবে। তবেই তো উঁচু পদের অধিকারী হতে পারবে। এই পাঠ খুবই সরল-সোজা। লোকেদের বোঝাতে হবে, যে ভারত একদা হীরে-তুল্য ছিল, যা এত উন্নত লক্ষ্মী-নারায়ণের রাজ্য ছিল, তার আজ এই করুণ দশা কেন ? আসুন, আপনাদের সেই অলৌকিক জগতের ঘটে যাওয়া ইতিহাস ও জাগতিক পরিবর্তনের ভূগোল জানাই। স্বর্গ-রাজ্য কেমন হয়, সাধারণ মানুষেরা সে বিষয়ে অবগত নয়। এটাও কারও জানা নেই যে, লক্ষ্মী-নারায়ণ যারা পূজ্য ছিলেন-তারাই এখন পূজারী হয়েছে। যে পূজ্য, পরবর্তীতে সেই আবার পূজারী .....। পরমাত্মার বেলায় কিন্তু এমনটা নয়। এটাও কারও জানা নেই যে, যারা একদিন সতোপ্রধান দৈব-গুণধারী পূজ্য দেবতা ছিল, তারাই এখন

তমোপ্রধান পূজারীতে পরিণত হয়েছে। পূজ্য থেকে পূজারী যখন হয়েছে, সেক্ষেত্রে অবশ্যই তাকে পুনর্জন্মও নিতে হয়েছে।

বাবা স্বয়ং বসে বাচ্চাদের বোঝাচ্ছেন, সত্যযুগে যারা যাবে, তাদের অবশ্য পুনর্জন্ম নিতে হবে। সেই তোমরাই প্রথমে সূর্যবংশী তারপর চন্দ্রবংশী হও, যা এখন তোমরা ব্রাহ্মণবংশীতে আছো, এরপর দেবতাবংশী হবে। বাবা এসে যেমন একজনকে পোষ্য নিয়ে তাকে ব্রহ্মা বানান। কেউ কেউ আবার তোমাদের কাছে জানতে চায়, - তোমরা ব্রাহ্মণ হলে কিভাবে ? তাদেরকে বলবে, পরমপিতা-পরমাত্মা ব্রহ্মার মুখের কথায় তিনি তোমাদেরকে নিজের করে নিয়েছে। একমাত্র এই বাবাই পতিতদের পবিত্র-পাবন বানাতে পারেন। তাই আমরাও পবিত্রতার প্রতিজ্ঞা করি। বাবাকে স্মরণ করলেই আমরা পবিত্র হতে পারি। বাবা কি তখন আমাদেরকে কৃপা করবেন ? -ইতিমধ্যেই তো তিনি কৃপা করেছেন। সেই (দূরদেশ) পরমধাম থেকে এই পতিত দুনিয়ায় এসেছেন এবং পতিত শরীরে অবস্থানও করছেন। বাবা স্বয়ং জানাচ্ছেন, উনি যখন এই সময়ে এসেছেন, তাই উনি যা যা শেখাচ্ছেন-তা মন দিয়ে শেখো। নলছেন, আমাকে স্মরণ করতে থাকলে যেমন তোমাদের শক্তি বৃদ্ধি হতে থাকবে তেমনি তোমাদের বিকর্মগুলিও বিনাশ হতে থাকবে। কিন্তু এক্ষেত্রে আশীর্ব্বাদের কোনও ব্যাপার নেই। আমরা কি জাগতিক স্কুলের শিক্ষকদের বলতে পারি যে, দয়া করে আমাকে ১০০ নম্বর দিয়ে পাস করিয়ে দিন ! এই বাবাও তো তেমনি বেহদের শিক্ষক-যেহেতু তিনি আমাদেরকে জ্ঞানের পাঠ পড়ান। কিন্তু এছাড়া তিনি আর করবেন বা কি ? যদি কেউ জ্ঞান ধারণ না করতে পারে, তবুও শিক্ষক যদি সবার প্রতি কৃপা করেন, তবে তো সবাই পাস হয়ে যাবে। সেক্ষেত্রে তবে রাজধানী স্থাপন হবে কিভাবে ! বাচ্চারা, তাই তো তোমাদের এভাবে পুরুষার্থ করতে হয়, মাম্মা-বাবাকে (ব্রহ্মাকে) অনুসরণ করতে হয়। শিববাবাকে স্মরণ করা ছাড়া আর অন্য কোনও উপায়ও নেই। তা যদি নাই বা করবে, তবে এত কাতর হয়ে বাবাকে ডাকো কেন। সাধু-সন্ন্যাসীরাও সবাই ডাকতে থাকে ওনাদেরকে মুক্ত করে দুঃখ মোচন করার জন্য। বিনাশ যখন শুরু হবে, তখন ভয়ঙ্কর রূপে প্রাকৃতিক বিপর্যয় নেমে আসবে- তখন লোকেরা ভাববে নিশ্চয় ভগবান এই দুনিয়ার কোথাও গুপ্ত ভাবে অবশ্যই আছেন। আর তা কৃষ্ণ হলে তো কথাই নাই, সমস্ত দুনিয়ায় ঢাক-ঢোল পিটিয়ে তা প্রচার হতো। কিন্তু কৃষ্ণ তো আর এই সময়ে আসে না। স্বয়ং বাবাকেই আসতে হয়। এই অবিনাশী নাটকের শেষ পর্যন্ত বাবাকেই থাকতে হয় এবং জ্ঞান শোনাতে হয়। বাবা আসেনও গুপ্ত রূপে। যা কৃষ্ণ পারেন না। যদিও সবারই কিন্ত এই একই বাবা, যিনি নিরাকার। তিনি এসেছেন পতিতদের পবিত্র-পাবন হবার আশীর্ব্বাদ দিতে। এ বার্তা সবাইকে জানানো তোমাদের কর্তব্য। অন্যদেরকে প্রশ্ন করতে পারো, পরমপিতা-পরমাত্মার সাথে তোমাদের কি সম্বন্ধ ? বাবার তো কত অনেক সংখ্যায় বাচ্চা আছে। পরমপিতা-পরমাত্মার নির্দেশ আছে যে, প্রথমতঃ ওনাকে স্মরণ করা আর খুব মনোযোগ সহকারে এই জ্ঞানের পাঠ পড়া। খুব ভাল করে বাবাকে স্মরণ করে উঁচু-পদের অধিকারী হবার আশীর্ব্বাদী-বর্সা নিতে হবে। প্রায় রোজই বেহদের ইতি-বৃত্তির ইতিহাস ও কল্পচক্রের ভূগোল বাবা তোমাদের বোঝাতেই থাকেন। চিত্রের মাধ্যমে তোমরা তা অপরকে বোঝাতে পারো। সত্যযুগে এই ভারতই সর্ব্বোচ্চ-ভূষণে ভূষিত ছিল। তখন এখানে সূর্য-বংশীয় দেবী-দেবতারা রাজত্ব করতেন, পরবর্তী পর্যায়ে যা চন্দ্র-বংশীয়দের রাজত্ব হয়। কালক্রমে আত্মাদের উৎকর্ষাদির মান (কলা) ধীরে ধীরে কমতে থাকে।

বাচ্চারা, তোমাদের এটাও লক্ষ্য রাখতে হবে, এই জ্ঞানের পাঠ তোমরা খুব মনোযোগ সহকারে পড়বে - তবেই তো তা শিখতে পারবে। তা না করলে পাস করতে পারবে না যে। কিন্তু, এই সতর্কতা বাণী কে শোনাচ্ছেন ? আজকাল মায়া তোমাদের মনে খুব অসাবধানতা আনছে। কিন্তু সত্য কখনও চাপা থাকে না। যে কোনও প্রকারের বিকর্ম করবে, তা তোমাদের কর্ম-ফলের খাতায় অবশ্যই জমা হবে। পাপ বা পুণ্য উভয়ই জমা হয়। পরবর্তী জন্ম হয় সেই অনুসারেই। কেউ পাপ করলে তার জন্মও সেই অনুসারেই হয়। সে কারণেই বাবা বলেন, কোনও পাপ-কর্ম করে ফেললে, সাথে সাথেই বাবাকে তা জানাও। এ রকম মোটেই নয় যে, ঈশ্বর সবকিছুই জানেন। তাই বাবাকে বলতে হয়। এই জন্মে তুমি যা যা পাপ-কর্ম করেছো, তোমার আত্মা অবশ্যই তা জানে। আত্মার সবকিছুই মনে থাকে, সে কি কি কর্ম করেছে। বাপদাদাকে সেগুলি জানাও, তুমি কি কি করেছো। এর মধ্যে প্রধান বিষয়টা বিকার। আর চুরি করা, কারওকে ঠকানো-এসবগুলি তো সাধারণ বিকর্ম। প্রধান হলো বিকার, এই কাম-ভাবই মহাশত্রু। যারা এই বিকারে যায়, তাদেরকে পতিত বলা হয়। অতএব সর্বাগ্রে এই বিকারকেই জয়লাভ করতে হবে। তোমাদের শত্রু হলো রাবণ, যে তোমাদের পতিত বানায়। তাই এখন পবিত্র হওয়ার লক্ষ্যে একমাত্র বাবাকে স্মরণ করতে থাকো। একবার বাবার আপন হয়ে, তারপরেও বিকার-কার্যে গিয়ে তোমার পতন হলে, ভয়ঙ্কর আঘাত পেতে হবে। তাই প্রথমেই দেহ-অভিমানকে ঝেড়ে ফেলতে হবে তারপর দূর করতে হবে কাম মহাশত্রুকে। এটাই সব যুদ্ধের সার। অতএব এসব বিষয়গুলিকে ভালভাবে বুঝে, অন্যদেরকেও তা বোঝাতে হবে। বাবা হয়ত জানতে চাইবেন, তুমি কত জনকে 'প্রকৃত গীতা' কিম্বা 'সত্য-নারায়ণের কথা' বা 'অমর-কথা' শুনিয়েছ। জগতে এখন অনেক বেশী পরিমাণে পাপ-আত্মা হয়ে গেছে। সবকিছুই প্রাত্যহিক পোতামেলে (পত্র রূপে সারাদিনের চার্ট লিখে) জানালে তবেই বুঝবো যে তুমি ব্রাহ্মণ হতে পেরেছ। জানাতে হবে কতজনকে তুমি তোমার মতন (পবিত্র) বানাতে পেরেছো! এগুলিই রাজযোগের সহজ কথা। সবাইকে বাবার পরিচয় অবশ্যই জানাতে হবে। এখনও যাকে দুনিয়াদারীর লোকেরা জানেই না। বাবার কাছে অনেকেরই সার্টিফিকেট আসে, তারা লেখে, তাদেরকে অমুক এই ভাবে বুঝিয়েছে। আর সেভাবেই সেই গুরু নিমিত্ত হয়ে তাকে স্বর্গের অধিকারী বানাবে। যদিও বি.কে.-রা নানা ভাবে তাদের প্রত্যক্ষতার প্রমাণ রাখে। কিন্তু যে বুঝবার নয়- তাকে বোঝায় কার সাধ্য ? তাকে বোঝাবার জন্য কি আবার আরও কারওকে আনতে হবে ? অবশ্যই প্রয়োজনে তা আনতেই হবে। তাই না! যে নিশ্চয় বুদ্ধির হবে সে মুহূর্তেই বলবে, সর্বাগ্রে বাবার দত্তক সন্তান হয়ে তড়িঘড়ি বাবার কোলে গিয়ে বসে যাই তো আগে। খ্রীস্টানদের বাচ্চা জন্ম নিলেই, সেই বাচ্চাকে প্রথমে খ্রীস্টান-ধর্মের রীতি-নীতিগুলি মেনে খ্রীস্টান বানানো হয়। (ব্রহ্মা) বাবাও তো তেমনি ঈশ্বরের কোলের দত্তক সন্তান করে নেন। আর আমরাও তেমনি সদগুরুর কোলে গিয়েই বসি। উনি যেখানে দত্তক নিয়েছেন এবং ওঁনার সাক্ষাৎ-ও যখন পেয়েছি, তাতেই তো ওনার (পরমাত্মার) আশীর্ব্বাদী-বর্সা পাওয়া হয়ে যায় আমাদের। এমন সুবর্ণ-সুযোগ তো খুব মুস্কিলেই পাওয়া যায়। এভাবেই অন্যদেরকেও বোঝাবে তোমরা। যত দিন যাবে, আরও ভালভাবে খুব সুন্দর রূপে বুঝতে পারবে তোমরা। তোমাদের নিজের মধ্যেই তখন সে শক্তি আসবে। তখন বাবাকে ছাড়া আর থাকতেই পারবে না। দৌড়ে দৌড়ে তার কাছেই যাবে। উনি একাধারে যেমন মা-বাবা আবার শিক্ষক ও সদগুরুও বটে। অতএব তোমরা আগে তাড়াতাড়ি গিয়ে সেই মা-বাবার দত্তক সন্তান হও। যারা গুরু-গোঁসাই-এর কাছে যায় তারা কিন্তু তাদেরকে স্বর্গের বাদশাহী দিতে পারে না। যা একমাত্র এই বাবার থেকেই পাওয়া যায়। একাধারে বাবা, শিক্ষক ও গুরু যেখানে, তবে কেনই বা একত্রে তিন প্রকারের আশীর্ব্বাদী-বর্সা নেবে। সত্যি এটা খুবই চমৎকার। কৃষ্ণের ক্ষেত্রে কিন্তু এমনটা বলা যায়

না যে, কৃষ্ণই আত্মাদের বাবা, শিক্ষক এবং গুরু। যেহেতু কৃষ্ণ তো ছোট বাচ্চা, রাজকুমার। কিন্তু বাচ্চারা তোমাদের বুদ্ধিতে তা স্পষ্ট ভাবেই আছে, একাধারে ইঁনি যেমন বাবা তেমনি আবার শিক্ষক ও গুরুও বটে। তবে এঁনার কোনও বাবা, শিক্ষক বা গুরু নেই কিন্তু। কৃষ্ণের তো মা-বাবাও ছিল। আর একমাত্র ইঁনি হলেন পতিত-পাবন বাবা। যার মা-বাবা থাকে, সে কিন্তু পতিত-পাবন হতে পারে না। তাই তাকে ভগবান বলাও যায় না। যেহেতু ভগবানের কোনও মা-বাবা থাকে না। গড়-ফাদারের কোনও ফাদার হয় না। গড়-ফাদারকেই পতিত-পাবন, উদ্ধার-কর্তা বলা হয়। উনিই অন্যদের উদ্ধার করেন, কিন্তু ওনাকে উদ্ধার করার কেউ নেই। আর সন্তানদের উদ্ধার করাই বাবার কাজ।

কোনও শরীরধারী মানুষকে ভগবান বলা চলে না। এমন কি (সূক্ষ্ম-বতন বাসী) ব্রহ্মা-বিষ্ণু-শংকরের রচয়িতাও এই বাবা। তাই তো ওনাকে উঁচু থকেও আরও উঁচু = সর্ব্বোচ্চ হিসাবে ধরা হয়। যেহেতু উঁনি যে আমাদের সকলেরই বাবা। কিন্তু, কৃষ্ণকে কি আর সকলের বাবা বলা চলে ? আসলে আমরা সবাই সেই এক ও একমাত্র নিরাকারী বাবার সন্তান। যিনি নতুন দুনিয়ার রচয়িতা। যে দুনিয়াকে বলা হয় সুখধাম (স্বর্গ-রাজ্য)। যা ধীরে ধীরে ক্রমাগতই পুরোনো হতে থাকে। একসময়ে যা হয় রাবণের রাজত্ব। লোকেরা যে উৎসব করে রাবণের কুশপুত্তলিকাকে জ্বালাতে থাকে, কিন্তু তার সঠিক অর্থটাই তো জানে না, তবুও তা করে। তাই বাবা এখন বোঝাচ্ছেন, অনেক জন্মের শেষে, এটাই তোমাদের অন্তিম জন্ম। রাবণের রাজত্বও শেষ হতে চলেছে। এরপর সত্যযুগে তো আর রাবণের পুত্তলিকা বানিয়ে জ্বালাবার দরকার পড়বে না। সত্যি এ এমন শত্রু যে, যাকে বার বার জ্বালাতেই ব্যস্ত থাকতে হয়। কিন্তু তার (রাবণের) জন্ম সময় কোনটা ? যা কারও জানা নেই। যেহেতু লোকেরা শিব-জয়ন্তী পালন করে, তাই রাবণ-জয়ন্তীও পালন করতে হবে। অথচ এসবের প্রকৃত অর্থটাই তো তাদের জানা নেই। বি.কে.-দের তো এসব কিছু বিস্তারিত ভাবেই জানানো হয়। এসবগুলি নিজেদের বুদ্ধিতে অবশ্যই ধারণ করতে হবে। আর যদি ক্লাসেই না আসো তো সেসব জানবেই বা কি করে! নিজেরা যেমন পড়বে, অন্যদেরকেও পড়াবে - তা না হলে তেমন ভাল পদ পাবে কি করে। ভাল বাচ্চারা যেমন খুব মনোযোগ সহকারে পড়াশুনা করে আবার অন্যদেরকেও তা পড়ায়। এটাই তাদের লক্ষ্যণ। যদিও সবাই তোমরা বাবার বাচ্চা। তাই তোমাদের এই বোধ থাকা উচিত, নিজেরা অনেক বেশী-বেশী করে সেবা করবো। অন্যদেরকেও নিজের মতো করে গড়ে তুলতে পারলেই তো বাবার অনেক স্নেহ-ভালবাসা পাবে। যদিও বাবা সর্বদাই স্নেহ-ভালবাসা দিতেই থাকেন। অতএব বাচ্চারা, খুব মনোযোগ সহকারে এই জ্ঞানের পাঠ পড়ো। তোতাপাখি (টিঁয়া)-ও এক ধরণের পাঠ পড়ে, যার কন্ঠে মালার মতন এক ধরণের দাগ থাকে। এখানেও তেমনি যারা খুব মনোযোগ সহকারে এই জ্ঞানের পাঠ ধারণ করে, তারাই বাবার গলার মালার পুঁতি হতে পারে। আর কেউ যদি সেভাবে পড়াশোনা না করে, তবে তো তাকে জংলী-মূর্খ বলা হয়। সে কিন্তু আর বিজয়-মালাতে স্থান পায় না। অতএব বাচ্চারা, তোমাদের খুব মনোযোগ সহকারে পড়তে হবে আর অন্যদেরও পড়াতে হবে। এটাই সত্য কথা, যা সত্য বাবা তোমাদের শোনাচ্ছেন। তোমাদের উদ্দেশ্যেই তিনি সত্য-খন্ডের স্থাপন করাচ্ছেন। লক্ষ্মী-নারায়ণের রাজত্বে কেউ কখনও মিথ্যা বলে না। আচ্ছা !

মিষ্টি-মিষ্টি হারানিধি বাচ্চাদের প্রতি মাতা-পিতা বাপদাদার স্নেহ-সুমন স্মরণের ভালবাসা এবং সুপ্রভাত। ঈশ্বরীয় পিতা ঈশ্বরীয় সন্তানদের জানাচ্ছেন নমস্কার।

ধারণার জন্য মুখ্য সার :-

১) গৃহস্থ জীবনে থেকেই পদ্ম-ফুলের মতন পবিত্র থাকতে হবে। যতদিন জীবিত থাকবে, ততদিন পর্যন্ত অবশ্যই পবিত্রতার ব্রত পালন করতে হবে ।

২) কৃপা-ভিক্ষা চাইবার বদলে মাতা-পিতাকে অনুসরণ করো। জ্ঞানের পাঠ খুব মনোযোগ সহকারে পড়তে হবে এবং অন্যদেরও পড়াতে হবে।

বরদান :- অমৃত বেলায় নিজের কপালে বিজয়-তিলক অঙ্কনকারী স্বরাজ্য-অধিকারী এবং বিশ্ব-রাজ্য অধিকারী হও

ব্যাখ্যা :- রোজ অমৃত-বেলায় নিজের কপালে বিজয়-তিলক অর্থাৎ স্মৃতির-তিলক লাগাও। ভক্তি-মার্গের চিহ্ন তিলক, আবার সোহাগের চিহ্নও তিলক। তেমনি রাজ্য প্রাপ্তির চিহ্ন রাজতিলক। কখনও কোনও শুভ কার্যে সফল হবার লক্ষ্যে যখন কেউ বেড়োয়, যাত্রার পূর্বে তিলক ধারণ করে। তেমনি বাচ্চাদের সাথেও বাবার স্নেহ-সোহাগের সম্পর্ক, যা অবিনাশী তিলক। এই সময়কালে যদি স্বরাজ্য তিলকধারী হতে পারো, তবেই ভবিষ্যতে বিশ্ব-রাজ্য অধিকারীর তিলক পাবে।

স্লোগান :- জ্ঞান-গুণ আর শক্তির দান-ই মহাদান।